গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
এপ্রিল/২০১৫ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ	: ২৯.০৪.২০১৫ খ্রিঃ
সময়	: সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	: সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেল ভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ১২.০২.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অত:পর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে উপ-সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.১। বিমানবন্দর এলাকায় আজমপুর রেলগেইট সংলগ্ন স্থানে বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ দ্রুত ভ্যাকেট করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ট্রেন পরিচালানার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। পূর্ববর্তী মাসের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যথারীতি প্রেরণ করা হচ্ছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা অব্যাহত আছে। উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি রেল ফেন্সিং ও বৃক্ষ রোপণ করে ডিইএন/১/ঢাকা কর্তৃক সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে/হচ্ছে। খিলগাঁও রেল গেইট হতে মহাখালী রেল গেইট পর্যন্ত উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি পুনরায় যাতে অবৈধ দখল না হয় সে জন্য ৭০ জন আনসার নিয়োগ করা হয়েছে, উক্ত নিয়োগের মেয়াদ ৩০-০৬-২০১৫ তারিখ শেষ হবে। দায়িত্বরত আনসারদের আবাসনের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে বিগত মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) আনসার নিয়োগের মাধ্যমে পাহারার ব্যবস্থা করে উচ্ছেদকৃত জায়গায় পুনরায় অবৈধ দখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। অবৈধ দখলপ্রবণ এলাকায় কাঁটাতার কিংবা সীমানা প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে দখলমুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। দায়িত্বরত আনসারদের অস্থায়ী আবাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তীমাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে /কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। জিএম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ।
৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

৪.২। বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, পূর্ববর্তী মাস হতে আগত মাসের অনিষ্পন্ন সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা মোট ১৫৮টি। মার্চ, ২০১৫ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৫টি ও পশ্চিমাঞ্চলে ৫টি নতুন মামলা দায়ের হয়েছে এবং এ মাসে উভয় অঞ্চলে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে এ পর্যন্ত দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৫৭টি। মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৯৪টি। মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৬৩টি। মার্চ, ২০১৫ মাসে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৩,৮৫,০০০/- টাকা তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে আদায় ২,০০,০০০/- এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১,৮৫,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১১,৩৯,৩৭,৩৪৩/- টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ=৯,৩৬,৯৭,৪০৮/- টাকা

ডিজি, বিআর জানান যে(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাচারী ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করা সহ প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করার জন্য সিইও (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাস (অক্টোবর/১৪-মার্চ/১৫) এর অদায় মাসওয়ারী নিম্নরূপ ঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

মাস	পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চল	মোট (লক্ষ টাকা)
অক্টোবর/১৪	০.৯০	০.৯৬	১.৮৬
নভেম্বর/১৪	০.৯৫	০.৮০	১.৭৪
ডিসেম্বর/১৪	০.৯৯	১.৮২	২.৮১
জানুঃ/১৫	১.০০	১.৮১	২.৮১
ফেব্রু/১৫	০.৭২	১.৮২	২.৫৪
মার্চ/১৫	২.০০	১.৮৫	৩.৮৫
মোট	৬.৫৬	৯.০৬	১৫.৬২

(৩) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) ও সিইও (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ১০.০৩.২০১৫ তারিখে জিএম (পূর্ব) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১৫.০৩.২০১৫ এবং ১৬.৪.২০১৫ তারিখে জিএম (পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৪) বাদী দি বাংলাদেশ রেলওয়ে ম্যান্স স্টোর লিঃ এর নির্মাণ কাজ, পজেশন বিক্রি এবং দখল হস্তান্তরের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে দি রেলওয়ে ম্যান্স স্টোরস লিঃ বনাম বাংলাদেশ রেলওয়ে এর মধ্যে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকায় চলমান রীট পিটিশন নং ৭৭৭৫/২০১০ এর ব্যাপারে মহামান্য কোর্ট বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক গত ১৩-১-২০১৫ তারিখে ৬ (ছয়) মাসের জন্য সমস্ত নির্মাণ কাজসহ কার্যক্রেমের উপর নিশেধাজ্ঞা আদেশ প্রদান করা হয়েছে। আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুমশুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের বিষয়ে সিইও (পূর্ব)

কর্তৃক গত ০৮-০৫-২০১৩ তারিখে জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম কে পৃথকভাবে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ফলো-আপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সিইও (পূর্ব) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সভাপতি এ বিষয়ে নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে।

(৪) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) নিয়মিত সভা করে জমিসংক্রান্ত মামলাসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৫) দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাসমালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৩। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশোধনী নীতিমালা প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করে চুড়ান্ত খসড়া নীতিমালা সচিব মহোদয় বরাবর দাখিল করা হয়েছে।

ডিজি,বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্হাপনা জন্য প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্তভাবে শেষ পর্যায়ে আছে মর্মে জানা যায়।

সিদ্ধান্ত ঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য খসড়া নীতিমালা অতি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২ যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৪। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব(ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ভূমি উন্নয়নকর পরিশোধের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উভয় অঞ্চলে ৭.০০ কোটি টাকা করে মোট ১৪.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তবে রেলওয়ে এ্যাক্টসহ অন্যান্য এ্যাক্ট ও কোড এর উদ্ধৃতি দিয়ে রেলভূমির ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর মওকুফের বিষয়ে মাননীয় রেলপথ মন্ত্রীর স্বাক্ষরে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নিকট ডি.ও পত্র ১৯.০১.২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এনটিআর-২ শাখায় খোজ নিয়ে জানা যায় যে, ডি.ও. পত্রটি সিদ্ধান্তের জন্য নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, এখনও সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) রেলভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর মওকুফের জন্য যে ডি ও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে তা follow-up করতে হবে।

(২) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাচাই-বাছাই করে সঠিক দাবি নির্ধারণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করতে হবে।

(৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের ক্ষেত্রে Book adjustment এর উদ্যোগ নিতে হবে।

(৪) রেল লাইনের ভূমি নন-ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করার বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কাযক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৫। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, শেলটেক কনসালটেন্ট (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক Land Survey and Preparation of Land use plan তৈরীর প্রকল্পের মেয়াদ সর্বশেষ বারেরমত ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ডিজি,বিআর জানান যে, (১) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ৭-৪-২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চুক্তিপত্রের মেয়াদ ৩০-৬-২০১৫ পর্যন্ত বর্ধিত করা করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ৯-৪-২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চুক্তিপত্রের বিপরীতে ১৫% Performance Security হিসেবে দাখিলকৃত ২ টি Bank Gurantee এর মেয়াদ ৩১-০৭-২০১৫ পর্যন্ত বর্ধিত করাসহ বর্ধিত উক্ত মেয়াদের মধ্যে বর্ণিত কাজ শেষ করার জন্য নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের হালনাগাদ অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

(ক) এলএ প্ল্যান সংগ্রহ ৯৭%

(খ) মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ ৯৩%

(গ) খতিয়ান সংগ্রহ ৬৬%

(ঘ) গেজেট নোটিফিকেশন সংগ্রহ ৫৮% (পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কোন গেজেটের কপি এ দপ্তরে জমা প্রদান করেনি)

(২) ১৯-৪-২০১৫ তারিখে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে যা পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প যথা সময়ে সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট কাজের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) ।

৪.৬। ঢাকা বিমান বন্দর এলাকার ভূমি নিয়ে বিরোধ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ঢাকা-টঙ্গী ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণ এবং বিমানের জন্য জেট এয়ার ফুয়েল পরিবহণের জন্য সাইডিং লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান না হওয়ার বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ইতোপূর্বে উভয় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব এঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনটির সুপারিশ অনুযায়ী সর্বনিম্ন পরিমাণ ভূমির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নতুন করে নক্সাসহ সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, বর্ণিত রেলভূমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিইও/ঢাকা কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল না করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) ডিজি,বিআর থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব মোতাবেক রেলভূমি হস্তান্তরের জন্য বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.৭। বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নব-নিয়োগের অগ্রগগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত করার জন্যও উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরার্মশ দেওয়া হয়েছে। নব-নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

মহাব্যবস্থাপ(পূর্ব) জানিয়েছেন যে, তাঁর অধীনে খালাসি পদে ১৪৪১ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং মহাব্যবস্থাপক(পশ্চিম) জানিয়েছেন তাঁর অধীনে ইলিকট্রিক খালাসি পদে ১৬২ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

সভাপতি মহোদয়, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মান বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে এমডিএস পর্যায়ের কর্মকর্তাদের রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর রেক্টর পদে নিয়োগে করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে।

(২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

(৩) নব নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৪) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির যথাযথ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৮। মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৭১টি পদ সৃজনের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। আইসিটি সেলের ১১টি পদ সৃজনের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব এর ১৬টি পদ সৃজনের কার্যক্রম অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং সহায়ক ২য় শ্রেণির ১৬টি, ৩য় শ্রেণির ১০টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৭টি অর্থাৎ মোট ৪৩টি পদ সৃজনের জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিনিয়র সহকারী সচিব এর ১০ টি পদ সৃজনের জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নতুন ৭১টি পদ সৃজনের জন্য দ্রুত অনুমোদনের বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং যেহেতু বিষয়টি বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে সেহেতু এর পরবর্তী প্রক্রিয়ার (সচিব কমিটি) জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৯। নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১২-০৩-২০১৫ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে যে, বিধি অনুবিভাগের ৩০.০৯.২০১৪ তারিখের পত্রানুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণ না করায় বাংলাদেশ রেলওয়ে (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ প্রস্তাবটি প্রক্রিয়া করা সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টি নথিতে উপস্থাপন করা হলে সচিব মহোদয় একজন কর্মকর্তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান তাঁর এখন ব্যস্ততা রয়েছে, আগামী মে মাসে তিনি আলোচনা করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যেতে বলেছেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে নন-গেজেটেড কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জবাব দ্রুত প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে এবং নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

৪.১০। ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স প্রণয়ন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।
আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ২৪-০৩-২০১৫ তারিখে জনপ্রশাসনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ১৬-০৪-২০১৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় তথ্য চেয়ে প্রস্তাবটি ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি নথিতে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

ডিজি,বিআর জানান যে, বিসিএস (রেলওয়েঃ পরিবহন ও বাণিজ্যিক) এবং বিসিএস (রেলওয়েঃ প্রকৌশল) ক্যাডারের ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস প্রণয়ন, নিয়োগবিধি প্রণয়নের উপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি অত্র দপ্তরের ২৯-০১-২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে , যা বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চলমান আছে।

সিদ্ধান্তঃ

ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স ও নিয়োগ বিধি অনুমোদনের জন্য উপ সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। উপ-সচিব(প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১১। বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি।

আলোচনাঃ

উপ-সচিব (অডিট) জানান যে, মার্চ/২০১৫ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৪৯০টি। মার্চ/২০১৫ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ২০টি। মার্চ/২০১৫ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৪৭০টি এর মধ্যে সাধারণ অনিষ্পন্ন-১২,৯৯৮টি, অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৮৮০টি, খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯২টি, নিষ্পত্তিকৃত- ২০টি, নতুন আপত্তির সংখ্যা- ৩১টি । অডিট আপত্তিগুলি নিষ্পত্তির জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে প্রতিমাসে ২টি করে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এতে ভাল ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, ইতোমধ্যে অডিট রিপোর্টভুক্ত সাল ভিত্তিক অনালোচিত আপত্তিসমূহের উপর গত ২৪-০৩-২০১৫ তারিখে ১ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং দ্বি-পক্ষীয় সভা চলমান আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে।

(৫) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১২। বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

উপ-সচিব (অডিট) জানান যে, ফেব্রুয়ারি/২০১৫ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর "খ" এর ৪.১২(২) নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘদিন পেন্ডিং থাকা ০৩(তিন)টি পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য ডিজি, বিআরকে অনুরোধ করা হয়।

ডিজি, বিআর জানান যে, (১) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(২) পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিস্পন্ন করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে।

ফেব্রুয়ারি/২০১৫ মাসের জের ৭টি, মার্চ/২০১৫ মাসে নতুন কেইস ৩টি এবং নিস্পত্তি ৪টি। মার্চ/২০১৫ এর জের ৬টি। পেন্ডিং থাকা ৩ টি পেনশন কেস আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(২) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অডিট আপত্তির কারণে দীর্ঘদিন ধরে পেন্ডিং থাকা ০৩টি (তিন) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ডিজি, বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেসসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৩। বিভাগীয় মামলা।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা হচ্ছে ৩৮টি, চলতি মাসে কোন বিভাগীয় মামলা রুজু

হয়নি। চলতি মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা হচ্ছে ৩৭টি, ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলা ০১টি, অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৩৮টি, তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা ৩৭টি।

এ ছাড়া ডিজি, বিআর জানান যে, (১) বিভাগীয় মামলার গুনগতমান বজায় রেখে দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ফেব্রুয়ারি/২০১৫ মাসের জের ২৮০ টি, মার্চ/২০১৫ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৪৫টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৪৬টি। মার্চ/২০১৫ মাসের জের ২৭৯টি ।

(২) যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৪। পরিদর্শন।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব(আইন/সংযুক্ত) সভাকে অবহিত করেন যে, তিনি এপ্রিল/২০১৫ মাসে আইন কর্মকর্তা(পূর্ব) এবং (পশ্চিম) এর যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীস্থ অফিস পরিদর্শন করেন। তিনি আরোও জানান যে, আইন কর্মকর্তা (পশ্চিম) এর শাখায় জনবলের ঘাটতি রয়েছে এবং যারা বর্তমানে কর্মরত আছেন তারাও কাজ করতে আগ্রহী নন। তারা দীর্ঘসময়ে ধরে একই স্থানে কর্মরত আছে এবং কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। তিনি উক্ত কর্মচারীদ্বয়কে বদলীপূর্বক নতুন কর্মচারী নিয়োগ প্রদানের জন্য সুপারিশ করেন।

সভাপতি মহোদয় যুগ্ম-সচিব (আইন/সংযুক্ত) কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) 'সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪' মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন ।

(২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(৩) যুগ্ম-সচিব(আইন/সংযুক্ত) কর্তৃক প্রেতিব্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

৪.১৫। ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ।

আলোচনাঃ

মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জানান যে, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশনকৃত কর্মকর্তার সংখ্যা ২২০ জন এবং ২৩৫ জন কর্মকর্তা PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। অত্র মন্ত্রণালয়ের e-filing system চালু করণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখা/দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয়ের e-filing system চালু করণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সফ্টওয়ার সরবরাহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে ৩০ ডিসেম্বর তারিহের ১২১ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। মোবাইল SMS এবং e-ticketing এর মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে সিট বুকিংসহ টিকেটের prining কপি পাওয়ার ব্যবস্থা করণের নিমিত্ত মতামত অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ডিজি, বিআরকে অনুরোধ করা হয়েছে। ডিজি,বিআর হতে অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন মতামত পাওয়া যায়নি।

ডিজি, বিআর জানান যে,
(১) ওয়েবসাইট আপডেট একটি চলমান প্রক্রিয়া। নিজস্ব জনবল দ্বারা বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটের বিভিন্ন মেনুতে হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান।

(২) Wifi সংযোগ এর বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক/রিফর্ম দপ্তর হতে ২০-৯-২০১৪ তারিখে একটি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, TEC কর্তৃক মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অদ্যাবধি ২৩৭ জন কর্মকর্তার পিডিএস রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত All cadre **PIMS** অনলাইনে বিসিএস (রেলওয়েঃইঞ্জিনিয়ারিং) ক্যাডার কর্মকর্তা ১৬৯ এবং বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক) ক্যাডার কর্মকর্তা ৫৫ জন রেজিষ্ট্রেশন সমাপ্ত করেছেন। তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের **PIMS** এর ডাটাবেইজ সার্ভারে ত্রুটির কারণে বেশ জয়েক জন কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করার পরও ID/Passward পান নাই।

এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটে All cadre **PIMS** অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করার নিমিত্ত সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের সাথে Link চালু আছে।

(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের ইনোভেশন কর্মকর্তা হিসেবে অতিরিক্ত সিএসটিই/টেলিকম e-filing system এর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের A21 সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন । e-filing system এর প্রয়াজনীয় Software, A21 কর্তৃক প্রস্তুত হলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তত্ত্বধানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে।

(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্রয় প্রক্রিয়াতে E-Tendering ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে কয়েকটি ধাপে E-Tendering ব্যবস্থা চাল করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) রেলভবনে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) রেলওয়ের সকল ক্যাডার কর্মকর্তা আবশ্যিকভাবে আগামী ০৭ দিনের মধ্যে All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(৪) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৫) আগামী মে/১৫ মাসের মধ্যে ঢাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এবং চট্টগ্রাম স্টেশনে বিনা মূল্যে Wifi স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/রোলিং স্টক/অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৬। জিআরপি এর কার্যক্রম।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, (২) অস্ত্র চোরাচালান বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যেই ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা এবং চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব) ও (পশ্চিম) কে পত্র দ্বারা অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা এবং চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব) ও (পশ্চিম) জানান যে, সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের সভাপতি (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) ও অন্যান্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুরোধ করা হয়েছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

(৩) মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিনা টিকেটে ট্রেন ভ্রমণ, ট্রেনের ছাদে/ইঞ্জিনে ভ্রমণ, ছিনতাই, মাদকসেবী, চোরাকারবারী, মাদক পাচারকারী ও টিকিট কালোবাজারী রোধকল্পে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনের নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ রেলওয়েতে পরিচালিত টিকেট চেকিং কার্যক্রমের সর্বশেষ ফলাফল এবং হিসাব বিভাগের টিটিইগণের ডিসেম্বর/২০১৪ মাসের অর্জিত আয়ের বিবরণী আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) রেলওয়ের আইন, ১৯৮০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠণ করা হলোঃ

(ক) জনাব মুহাম্মদ আকবর হুসাইন, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয় - আহবায়ক।
(খ) ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা - সদস্য ।
(গ) পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে - সদস্য ।

কমিটির কার্যপরিধিঃ কমিটি আগামী ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে রেলওয়ে আইন, ১৯৮০ এর অপরাধের প্রতিকারের নিমিত্তে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সংশোধনীর প্রস্তাবসহ প্রতিবেদন পেশ করবে।

(২) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে আরএনবির সাথে সমন্বয় পূর্বক জিআরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(৪) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহন ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১৭। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ দেখে শুনে নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৮। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় (২০/৪/২০১৫ পর্যন্ত) কোন অভিযোগ বা চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন।

(২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৯। তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সকল পেপার কাটিংসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কোষ হতে ২ টি, যন্ত্রপ্রকৌশল শাখার ৬ টি ও পরিবহন শাখার ১টিসহ মোট ৯ টি পেপার কাটিং এর বিষয়ে ডিজি মহোদয়ের স্বাক্ষরে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের

নিকট মতামত প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট পেপার কাটিং এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(গ) বিবিধ

৪.২০। কে. পি. আই

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, এ বিষয়ে জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) এবং ডিআইজি রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকাকে পত্র লেখা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।

৪.২১। নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহন ও অন্যান্য বিষয়।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে,
(১) সময়ানুবর্তিতার হার উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিআরএমগণের নেতৃত্বে বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বিভাগীয় কন্ট্রোল অফিসে এবং অতিরিক্ত জিএম এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত বিভাগীয় প্রধানগণের সমন্বয়ে জোনাল কন্ট্রোল অফিসে প্রতিদিন ট্রেন রানিং পর্যালোচনা করার জন্য কমিটি গঠন করা আছে। তাছাড়া রেলভবনে যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন) কে আহ্বায়ক করে যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল) ও যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল) এর সমন্বয়ে ট্রেনের সময়নুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন পেশ করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। সময়নুবর্তিতার হার উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) যৌথভাবে জ্বালানী তেল ও সারবাহী ট্রেন পরিচালনার বিষয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে বাস্তবায়নের জন্য ক্রাশ প্রোগ্রামার গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনার জন্য মনিটরিং কমিটি গঠন করা আছে এবং কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনা মনিটরিং অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহন নিশ্চিত করবেন।

(৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৪) যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৫) যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৬) যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২২। জিআইবিআর ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, (১) রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pwc একটি Draft Report পেশ করে । যার উপর গত ১১-৩-২০১৫ তারিখে সচিব রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি Presentation এবং Discussion সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পাওয়া গেছে। তদানুযায়ী কার্যক্রম চলছে।

জিআইবিআর জানান যে,

(২) এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে একটি নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৩) নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা হচ্ছে। পূর্বাঞ্চলে পরিদর্শন কর্মসূচি দেয়া হয়েছে। পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন মনন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

(২) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

(৩) জিআইবিআর কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন-এর সুপারিশসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৪.২৩। টাস্কফোর্সের কার্যক্রম ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, (১) সময়ানুবর্তিতার হার উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিআরএমগণের নেতৃত্বে বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বিভাগীয় কন্ট্রোল অফিসে এবং অতিরিক্ত জিএম এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত বিভাগীয় প্রধানগণের সমন্বয়ে জোনাল কন্ট্রোল অফিসে প্রতিদিন ট্রেন রানিং পর্যালোচনা করার জন্য কমিটি গঠন করা আছে। তাছাড়া রেলভবনে যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন) কে আহ্বায়ক করে যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল) ও যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল) এর সমন্বয়ে ট্রেনের সময়নুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন পেশ করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। সময়নুবর্তিতার হার উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) যৌথভাবে জ্বালানী তেল ও সারবাহী ট্রেন পরিচালনার বিষয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে বাস্তবায়নের জন্য ক্রাশ প্রোগ্রামা গ্রহণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) টাস্ক ফোর্স নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নে লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৩) যুগ্ম-সচিব(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
(৪) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৫) চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৬) ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন (APA)ঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, গত ৯-৪-২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় এর সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি)
সচিব